তারিখ - 9 FEB 2017
পৃষ্ঠা ১৬ 2

প্রাথমিক শিক্ষায় জাপানের অনুদান

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে অনুদান দিচ্ছে জাপান। তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি-৩) আওতায় এ অর্থ ব্যয় করা হবে। অনুদানের পরিমাণ হচ্ছে ৫০০ মিলিয়ন জাপানি ইয়েন, যা স্থানীয় মুদ্রায় ৩৭ কোটি ৫১ লাখ টাকা। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকার ও জাপানের মধ্যে একটি অনুদান ও একটি বিনিময় নোট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বুধবার রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) ভারপ্রাপ্ত সচিব কাজী শফিকুল আযম এবং জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থার (জাইকা) প্রধান প্রতিনিধি তাকাতোশি নিশিকতা এবং বিনিময় নোটে স্বাক্ষর করেন জাপানের রাষ্ট্রদূত মাসাতো ওয়াটানাবে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে জানানো হয়, থার্ড প্রাইমারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় এর আগে ২০১১, ২০১২ এবং ২০১৩ সালে প্রতিবছর ৫০০ মিলিয়ন জাপানি ইয়েন করে এবং ২০১৫ সালে ৪৯০ মিলিয়ন জাপানি ইয়েনসহ মোট এক হাজার ৯৯০ মিলিয়ন ইয়েন অনুদান দেয়া হয়েছে। পিইডিপি-৩ কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আধুনিক পদ্ধতিতে গণিত ও বিজ্ঞান পাঠদান বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা হবে। এ ছাড়া শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য পর্যায়ক্রমে সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতিও এ কার্যক্রমের আওতায় সরবরাহ করা হবে। চুক্তি স্বাক্ষর শেষে কাজী শফিকুল আযম বলেন, জাপান বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু। বাংলাদেশের একক বৃহত্তম দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী দেশ। নমনীয় ঋণ ছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্পে অনুদান ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে। সেই সঙ্গে জাপানি ঋণ মওকুফ সহায়তা তহবিলের আওতায় জাপান বাংলাদেশকে বিভিন্ন প্রকল্পে সহায়তা দিয়ে আসছে। এর মধ্যে পরিবেশ সুরক্ষা এবং মানবসম্পদ খাত অন্যতম। মাসাতো ওয়াটানাবে বলেন, বাংলাদেশে জাইকার সহযোগিতার অন্যতম অগ্রাধিকার হল শিক্ষা। তাই ধারাবাহিকভাবে এ খাতে সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে জাইকা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে।

৩৭ কোটি টাকার চুক্তি